ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৯৬২

আগরতলা, ২২ নভেম্বর, ২০১৮

রাজ্যে ‘অটল জলধারা যোজনা’র ঘোষণা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

মানুষের ঘরে ঘরে বিনামূল্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে ‘অটল জলধারা যোজনার’ আজ ঘোষণা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকারের নতুন এই প্রকল্পের ঘোষণা করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন। নতুন এই প্রকল্পটির ঘোষণা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই জোট সরকার জনমুখী সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমে অন্তিম মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ন করছেন। সেরকমই ‘অটল জলধারা যোজনায়’ রাজ্যের মানুষকে বিনামূল্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেবার জন্য রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ। তিনি বলেন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, ঘরে ঘরে রান্নার গ্যাসের সংযোগের মতোই ঘরে ঘরে বিনামূল্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই প্রকল্পটিতে শুধু বাড়ি বাড়ি বিনামূল্যে জলের সংযোগই দেওয়া হবে না, প্রয়োজনীয় পাইপলাইন ও অন্যান্য সামগ্রীও বিনামূল্যে দেওয়া হবে প্রতিটি বাড়িতে। তিনি বলেন, এই প্রকল্পটিতে শুধুমাত্র বিনামূল্যে পানীয় জলের সংযোগ ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক পাইপলাইন বাবদ খরচ হবে প্রায় ১০৫ কোটি টাকা। মোট ৩ লক্ষ ৮০ হাজার বাড়িতে বিনামূল্যে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হবে। তিনি বলেন, এই যোজনা চালু হওয়ার ফলে জলের অপচয় রোধ করা সম্ভব হবে। তাছাড়া, জলের সংযোগ পেতে গেলে যে হয়রানি হত সেটাও দুর হবে। তাছাড়া নতুন পানীয় জলের সংযোগ কার্যকর হওয়ার পর থেকে ৩ মাস পর্যন্ত পানীয় জলের জন্য কোন চার্জ নেওয়া হবেনা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এটি সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের প্রকল্প। আগে আগরতলা পুর নিগম এলাকায় জলের কানেকশন নেওয়ার জন্য ১৫০০ টাকা দিতে হতো। রাজ্যের অন্যান্য পুর নিগম এলাকায় জলের কানেকশন নেওয়ার জন্য ৫০০-৬০০ টাকা দিতে হত এবং গ্রামীণ এলাকায় জলের কানেকশন নেওয়ার জন্য দিতে হত ৩০০ টাকা। ‘অটল জলধারা যোজনা’ চালু হওয়ার ফলে রাজ্যের শহর ও গ্রামীণ এলাকায় বিনামূল্যে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হবে। এতে যে টাকা খরচ হবে তা রাজ্য সরকার বহন করবে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, এটি একটি পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে চালু করা হয়েছে। পাহাড়ি প্রত্যন্ত এলাকায় পানীয় জলের সুযোগ পৌঁছে দিতেও রাজ্য সরকারের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। তাছাড়া ওভারফ্লো কিভাবে বন্ধ করা যায় সেদিকেও সরকার নজর দেবে।

*****